তারিখ ... 2 3 OCT 2002
পৃঃ - ১৬ কলাম - ৭

দৈনিক
ইনকিলাব

শিক্ষা সংস্কার প্রসঙ্গে

শিক্ষানীতি পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। তবে, বিদ্যমান শিক্ষানীতির খোলনলচে বদলে ফেলা হবে না। উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় বাদ যাবে এবং নতুন কিছু বিষয় এতে অন্তর্ভুক্ত হবে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে আরো বলা হয়েছে যে, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা, তথ্য-প্রযুক্তি, ইংরেজী, কৃষি ও পরিবেশ এবং কারিগরি শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হবে। এছাড়া, চার স্তরবিশিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে। খবরে এ-ও বলা হয়েছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবনা তৈরী করেছে এবং নীতিগতভাবে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভার পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর যে শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠন করেন, সেই কমিটির সুপারিশের আলোকে সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে আরো কিছু জরুরী বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। এ ব্যাপারে খবরে সংশ্লিষ্ট সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, এতে উপজেলা থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি, বাস্তবায়ন কমিটি এবং সমন্বয় কমিটি গঠন, ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি সীমিত করা, সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের যে কোন টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ, শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ, কোচিং সেন্টার স্থাপনের ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ, কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর তদারকি, গ্রেডিং পদ্ধতির ব্যাপক সংস্কার, স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে '৭৩-এর অধ্যাদেশ সংস্কারের কথা বলা হবে।

প্রকাশিত এই তথ্যাদি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় যেসব ক্ষেত্রে নানা অসঙ্গতি, দুর্বলতা ও সমস্যা-সংকট রয়েছে, সেগুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, শিক্ষা-সংক্রান্ত জাতীয় আবেগ-আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা সংস্কার কমিটি সুপারিশ পেশ করেছেন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার নিরিখেই এ সংক্রান্ত প্রস্তাবনা তৈরী করেছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর থেকে এযাবৎ শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য অনেক কমিটি-কমিশন গঠন করা হয়েছে। তারা নীতিমালা ও সুপারিশও প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু, কোন সুপারিশই উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচিত হয়নি এবং কোন শিক্ষানীতিই এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে, দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা, যা বহুলাংশেই সেই ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষা-চেতনাজাত, তা-ই বহাল রয়ে গেছে। স্বাধীন জাতির আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ-চেতনার সাথে আধুনিক যুগের তাগিদের যে সম্মিলন তা ঘটছে না। আমরা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে মুখে যা বলছি, যেসব গুরুত্ব আরোপ করছি, বাস্তবক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থায় সেসব প্রযোজ্য হচ্ছে না। আর এ কারণেই একই সাথে নৈতিক ও বস্তুগত শিক্ষায় শিক্ষিত, দক্ষ যুগোপযোগী জনশক্তি তৈরীর কাজটিও আশানুরূপভাবে ঘটছে না। নানা কারণে বিশেষ করে, শিক্ষা বহির্ভূত দলীয় ও ব্যক্তিস্বার্থের বিচিত্র তাড়নার অনুপ্রবেশে শিক্ষা পরিবেশের অধঃগতির প্রসঙ্গটিও রয়েছে।

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে যেসব সংস্কারের কথা উল্লেখিত হয়েছে বলে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, তার সবগুলোই বছরের পর বছর ধরে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে ও হচ্ছে। এসবের জন্য শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে, ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন থেকে বহু সময় ঝরে যাচ্ছে, অভিভাবকদের অর্থব্যয় বহুগুণে বেড়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে, শিক্ষার মানোন্নয়ন তো দূরের কথা, আগেকার মানও ধরে রাখা যাচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, ১৯৭৪ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত গঠিত কমিটি-কমিশনগুলো যেসব সুপারিশ ও শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছেন, তাতে জাতির ধর্মীয়-সামাজিক আবেগ-আকাঙ্ক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়নি। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন থেকে শুরু করে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী নির্ধারণ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই এই বিচ্যুতি বলতে গেলে জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকেই প্রতারিত করেছে। অন্যদিকে, আধুনিক সময়োপযোগী বিষয় সন্নিবেশের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় দূরদর্শিতার পরিচয় সেসব শিক্ষানীতি বা সুপারিশে নেই বললেই চলে। এর ফলে জাতি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা থেকে যেমন বঞ্চিত থাকছে; তেমনি আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর শিক্ষাও পাচ্ছে না ভবিষ্যৎ নাগরিকরা। এই প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা, তথ্য-প্রযুক্তি, ইংরেজী, কৃষি ও পরিবেশ এবং কারিগরি শিক্ষার ওপর যে বিশেষ জোর দেয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে এ জাতির বহুল আকাঙ্ক্ষিত ও অত্যন্ত সময়োপযোগী। আশা করা যায়, এই বিষয়গুলো সুপ্রযুক্ত হলে তা জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে গণ্য হবে।